(দ্বৈত পাঠের জন্য)

চয়নিকার ঘর

(প্রেমের সংলাপ -৮)

----- কিশোর মজুমদার

(চয়নিকার ফোনে রিংটোন বাজার পর , চয়নিকা রিসিভ করবে কিন্তু কথা বলে না)

রুদ্র- হ্যালো ।... হ্যালো ? ...হ্যালো.....! কথা বলছো না কেন ?

চয়নিকা- (ফিসফিস করে , মুখে পান চিবোতে চিবোতে কথা বলবে) দাঁড়াও... দাঁড়াও আসছি।

রুদ্র- ফোন রিসিভ ক'রে কথা বলছো না !

চয়নিকা- আরে পাগলু । বলছি ...বলছি । বোঝো না কেন , ফোনটারিসিভ করেই এই ঘরে এলাম । বাবা ব্যালকনিতে ইজি চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। কড়া নজর রাখছে বুঝলে ।

রুদ্র- ও তাই ... ? আমি এইদিকে হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছি...যাক বলো । আজকের কাজ সব কমপ্লিট ?

চয়নিকা- কমপ্লিট । তবে ...

রুদ্র- তবে কী ? বলো বলো ...

চয়নিকা- তবে ...

রুদ্র- বলো ? এই , তোমার মুখে কী ? কী খাচ্ছো ?

চয়নিকা- মায়ের থেকে ইক্টু , এই সামান্য ইকটু পান মুখে দিলাম।

রুদ্র- বাঃ বাঃ বেশ গিন্নি হয়ে উঠছো দেখছি। জর্দা টর্দা খাও না তো আবার ?

চয়নিকা- হ্যালো...দাঁড়াও একটু দরজাটা বন্ধ করে নি।..... শোনো না গো

রুদ্র- কী বলবে বলো...

চয়নিকা- রাগ করো কেন ? আরে , মায়ের মুখে পানের গন্ধটা না খুব ভালো লাগে । তাই আবদার করে নিলাম একটুখানি। sorry , আর খাবো না প্লিজ । হলো...?

রুদ্র- ঠিক আছে ঠিক আছে ... কী যেন বলছিলে বলো ।

চয়নিকা- বলছিলাম.....যে...

রুদ্র- বলো ...

চয়নিকা- আমার না এতো ভিড় ভাট্টা ভালো লাগে না । এমন একটা কিছু চাই...

রুদ্র- কী চাই তোমার। বলো চয়না... বলো শুনি... তোমার কী চাই ?

চয়নিকা- আমাদের একটা ঘর চাই। সুন্দর একটা ঘর।

রুদ্র- বলো বলো । তারপর তারপর ।

চয়নিকা-- ভালোবাসার ঘর । একতলা। তবে ছাদে ওঠার সিঁড়ি থাকবে । ছোট্ট একটা

সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে অ্যাকুরিয়াম । দুটো ব্লু জেব্রা ডেনিয়ো (blue zebra danio) ।

রুদ্র- আচ্ছা রেখে দিও। একুরিয়াম শুধু ? পাখি থাকবে না ? ফিঞ্চ বা লাভ বার্ড ? রিংটোনের মত ডাকবে আশে পাশে ।

চয়নিকা- না । বাড়ির সামনে বাগান । গাছের উপর উকি মারবেআকাশ । পাখি উড়বে ওই নীলাকাশে ।

রুদ্র- তাই বুঝি ? সেটাই ভালো হবে ।

চয়নিকা- মাঝে মাঝে জানলায় এসে ঢুঁ মারবে মেঘ । সঙ্গে থাকবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া । হাওয়া ঠেলে চোখ খুলেই দেখবো --

রুদ্র-- কী দেখবে চোখ খুলে ?

চয়নিকা- দেখবো তুমি আসছো ছুটে । হাতে দুটো হুমায়ুন আহমেদ ।

রুদ্র-- বাহ । হিমু সিরিজ বুঝি ?

চয়নিকা- সেটা তুমিই জানো । হন্ত দন্ত.. তুমি ছুটে এসে উঠবে বারান্দায় । মাথার চুলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি । মুছতে হবে । ছুটে এসে টাওয়াল নিয়ে মুছতে যাবো যেই --

রুদ্র-- টাওয়াল কেন ? আঁচল দিয়ে মুছে দেবে তুমি ।

চয়নিকা- আঁচল কোথায় আমার ! সব সময় কি শাড়ি পরে থাকবো ! আজকাল কেউ পরে ? আমি অমন পারবো না গো । আমি অমন মেয়ে নই যে শাড়ি চুড়ি পরে, জানলার গ্রিল ধরে, তাকিয়ে থাকবো পথের দিকে। আমার কত্ত কাজ বলো...

রুদ্র-- সেটা জানি আমি । বলো , তারপর কী করবে ?

চয়নিকা--বারান্দার সামনে ঘাসের পথ । পথের প্রান্ত মিলে গেছে দূরে । বাগান জুড়ে বিছানো ঘাসের মাদুর। আর বারান্দাতে --

রুদ্র- আগে মাথাটা ভালো করে মোছো । দাঁড়িয়ে আছি দ্যাখো ।

চয়নিকা- তাইতো । ভুলেই গেছি । তোমার আবার ঠান্ডা লাগারধাত । এইতো মুছে দিলাম ।

রুদ্র-- ক্যবলার মতন দাঁড়িয়ে থাকবো বুঝি ?

চয়নিকা- ক্যাবলাই তো । তবে বার তিনেক চোখের তারায় চোখ রাখবে বটে। তারপর--

রুদ্র- তারপর ?

চয়নিকা- তারপর ! তারপর আমিও চোখ রাখবো দু'এক বার । তোমার চোখের পাতায় পড়বো আমার সারাদিনের পাঠ ।

রুদ্র- চোখে চোখে কথা হবে বুঝি ?

চয়নিকা- কথা হবে ঠিকই । অল্প তবে । পড়তে হবে বেশি ।পড়বো দু-চার পাতা ।

তুমি আমার সারাজীবন বই । যাকগে ওসব কথা । বারান্দাতে --

রুদ্র- ও হ্যাঁ , বারান্দাতে কী যেন বলছিলে ?

চয়নিকা- বারান্দাতে একটা টি টেবিল , দুটো চেয়ার । পাশে খোলা বই । চশমা খুলে রাখা । ওই শেষের দিকে শূন্য দোলনা দুলবে মৃদু হাওয়ায় ।

রুদ্র- বাহ। বেশ । দোলনা না হয় বুঝলাম । কিন্তু চশমাটা কার ? মাইনাস না প্লাস ?

চয়নিকা- ইয়ার্কি মারছো ? থাক তাহলে বলবো না আর কিছু ।

রুদ্র- sorry , sorry । প্লিজ বলো চয়না । বাধা দেবো না আর ।

চয়নিকা- না থাক । বাদ দাও । ছাড়ো ।

রুদ্র- প্লিজ । শুন্য দোলনা । পাশে খোলা বই । দুটোটেবিল । একটা চেয়ার । এই তো বলো এবার ।

চয়নিকা- দুটো টেবিল ? পাগল । বললাম যে দুটো চেয়ার । একটা টি টেবিল । তোমায় নিয়ে যে কি হবে আমার । ইশ ।

রুদ্র- আচ্ছা বলো সোনা । বলো বলো তারপর ?

চয়নিকা- চশমার পাশে কলম । কলমের ক্লিপে আটকে রাখা দুটো একশো টাকার নোট ।

রুদ্র- দুটো একশো টাকার নোট ! তা , টাকাটা কেন রাখা ?

চয়নিকা- বা-রে । বাগানের ওই যে ঘাসের পথ । ওই পথ দিয়েইতো হাসতে হাসতে আসবে টুনুর মা ।

রুদ্র- টুনুর মা ? আসবে ? সে আসুক গে । কিন্তু টাকাটা কেন রাখা ?

চয়নিকা- ও হো -- বলিনি তোমায় -- না ? টুনুর মায়ের ছোট্ট মেয়েটা -- এবার ক্লাস ফাইভে উঠেছে । ওর হাই স্কুলে ভর্তির জন্য টাকাটা দেবো বলেছিলাম।

রুদ্র- খুব ভালো । সমাজসেবা । খু--ব ভালো কাজ ।কিন্তু আমাদের মাঝে ওই টুনির মা- টা এল কোত্থেকে ?

চয়নিকা- তুমি তো কাজ পাগলা লোক। রেখে চলে যাও আমায়। দুপুরের নির্জন ঘুঘুর ডাকে কাজ কর্ম গুছিয়ে বসি যখন নিবিড় বারান্দায়। তখন আমার কাছে ও-ই তো আসে, আধঘন্টা গল্প করে যায়। মাঝে মাঝে নদীর পাড় থেকে তুলে আনা কিছু কলমি শাকও দিয়ে যায় ।

রুদ্র- আচ্ছা বলো তাহলে। বারান্দাতেই দাঁড় করিয়ে রাখবে আমায় ? ঘরের ভেতরে নেবে না ? সেই কখন থেকে--

চয়নিকা- হাত ধরে টেনে তোমায় ঘরে এনে দেখাবো । তুমি চমকে উঠবে দেখে।

রুদ্র- ও মা! এ কি কান্ড ?

চয়নিকা- কী হলো আবার ?

রুদ্র- তুমিই না বললে ঘরে ঢুকেই চমকে যাবো আমি ? কিন্তু কীসের চমক

বুঝলাম না তো ?

চয়নিকা- আমার ছুটির দিন । তবু তুমি সাত- বারোটা কাজ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেলে যেই। অমনি আমি ঘর সাজাতে লেগে গেছি। দ্যাখো কেমন সাজালাম আমি। বলো ?

রুদ্র- হম্ খুব সুন্দর। ফুলদানি- ফুল- পেইন্টিং।

চয়নিকা- দূ... র। কিচ্ছু জানে না।

রুদ্র- তুমিই বলো তবে-

চয়নিকা- বিছানার পাশে টেবিল, টেবিল জুড়ে বই শুধু বই।

রুদ্র- এত বই কেন ? ঘরে এত বই থাকলে হয় ?

চয়নিকা- ঠিক আছে। কমিয়ে দিলাম। শুধু তিনটে বই। তোমার প্রিয় শক্তি-সুনীল-জয়।

রুদ্র- আর বাকিগুলো তাকের ওপর তুলে রেখো। লাগবে যখন তখন।

চয়নিকা- ঠিক আছে তাকের ওপর সাদাত হোসেন, শঙ্খ ঘোষ, শ্রীজাত আর লোকাল কবির বই।

রুদ্র- হম্। বুঝলাম।

চয়নিকা- কী বুঝলে ? বলো ?

রুদ্র- এত কিছু রেখেছো ঘরে বারান্দায়। অ্যাকুরিয়াম,পাতাবাহার; বনসাই। ইনডোর প্ল্যান্ট। সাজাবে, জল দেবে, যত্ন করবে- আমি তবে কোথায় ? দিনে পড়বে বই, দেখবে বৃষ্টি মেঘ, মনো টুনুর মা। আর রাতে গুনবে তারা, উল্কাপিণ্ড। দুস্ আমি খেলবো না।

চয়নিকা- সবকিছু তো তোমার আমার নিজের। কত সুন্দর সাজানো-গোছানো দ্যাখো।

রুদ্র- ওহে বঙ্গ নারী। তার চেয়ে বলো- তোমার পুজোর ছলে তোমায় ভুলেই গিয়েছি।

চয়নিকা- তুমি না আন-রোম্যান্টিক একটা। এত সুন্দর করে সাজালাম তোমার আমার ঘর। তাও ভালো লাগলো না।

রুদ্র- তথাস্তু। আসলে বলছিলাম কি, তুমি ভীষণ ব্যস্ত একটা মেয়ে। আমার দিকে দ্যাখো একটু চেয়ে। আদর হবে কখন এতকিছুর পর ?

চয়নিকা- এই তো সবে এইটুকুনই। আর তো সবটা অবসর। কাজ থাকবে কাজের মতো। নদীর দুটি পারের মতো। মধ্যিখানে তোমার আমার জীবন। ভালোবাসায় উঠলে ওঠা ঢেউ।

রুদ্র- আর আমি তোমাকে পড়তে থাকবো সকাল থেকে রাত। তুমি আমার হিমু সিরিজ বই।

চয়নিকা- হা: হা: হা - । আর কবি রুদ্র ? তাকে কে পড়বে ? বলো ? আমি ? না

তোমার অগুনতি পাঠিকার দল ?

রুদ্র- আবার পাঠিকা এলো কোথা থেকে ? তুমি না ভীষণ হিংসুটে ।

চয়নিকা- খুব হিংসে হয় জানো। তাইতো ভয় করে খুব। আর তাইতো আটকে বেঁধে রাখবো তোমায়/ নদী হবো বুঝলে সাগর হব অকূল পাথার। তোমাকে ডুবিয়ে রাখবো । (ফিসফিস করে) ডুবিয়ে রাখবো ভালোবাসায় ।

রুদ্র- হ্যালো ? .....হ্যালো ?

চয়নিকা- রাখি। (ফিসফিস করে) যাই। ওই মা ডাকল। হ্যা মা আসছি..... । হ্যালো ধরো একটু । বাবার প্রেশারের ওষুধটা দিয়েই আসছি।

(পাঁচ সেকেণ্ড পর)

রুদ্র- (হুম...হুম...ক'রে কোনো গানের সুর গাইবে) এলে তুমি ? শুনছো ?

চয়নিকা- হ্যাঁ এলাম বলো রুদ্র। কোথায় যেন ছিলাম আমরা ?

রুদ্র- ওই যে তুমি নদী , সাগর আরো কী কী হবে বললে না ?

চয়নিকা- হবোই তো ।

রুদ্র- শোনো চয়নিকা একটা কথা। তোমার ঘর থাকবে ঘরের মতো। আর তুমি কতটা সাজানো-গোছানো থাকবে -- সেটাই বড় কথা। দু'জন পরস্পরকে কতটা সময় দেব, বসে গল্প করবো কবিতা শোনাবো- তুমি গাইবে গান আর.....

চয়নিকা- বুঝেছি- বুঝেছি-বুঝেছি। শোনো আমি সাজাবো তোমার লেখার ঘর -- বসার জায়গা। আর-.....

রুদ্র- আর ?

চয়নিকা- আর তুমি সাজাবে আমায়।

রুদ্র- ঠিক তাই। শাড়ি পরাবো। তুলে আনব ঘাসের ফুল। এনে বানিয়ে দেব কানের দুটো দুল। ইউটিউব দেখে বেঁধে দেবো চুল। তুমি চয়নিকা হয়ে উঠবে আমার কবিতা - আমার পুরো একটা বই। তবেই না জীবনের মজা। বলো- --হ্যালো ?

চয়নিকা- শুনছি তো। কি মজা হবে বলো ? আচ্ছা এখন রাখি রুদ্র ? প'রে আবার আসছি...

রুদ্র- ওকে । রাখি পরে কথা হবে । শোনো , বেশি পানথেও না কিন্তু । পানাসক্তি আমার ভালো লাগে না ।

চয়নিকা- আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। পানাসোক্তি ... হা হা হা ... রাখছি ।

রুদ্র- বাই...বাই...। রাখো...

চয়নিকা- তাহলে রাখলাম।

রুদ্র- রাখো রাখো---উফ -মাথা নষ্ট ।

.....